তারিখ 13 OCT 2017

ইসলামে শিক্ষা ও জ্ঞানের তাৎপর্য

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন

সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলাম এক কল্যাণধর্মী জীবন বিধান, যার প্রধানতম অনুষঙ্গ হলো শিক্ষা। শিক্ষা বা জ্ঞানকে আলো আর অজ্ঞানতা বা মূর্খতাকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ইসলামের পবিত্র ঐশী মহাগ্রন্থ আল কোরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াতে কারিমাতেও আমরা সেই শিক্ষা ও জ্ঞানের অনুপম প্রকাশ দেখতে পাই। ইরশাদ হচ্ছে– 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক' অর্থাৎ পড়ো তোমার সেই রবের (প্রতিপালক, পালন কর্তা) নামে, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আরবের মরুময় যেই সমাজ ও সময়ে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে ইতিহাসের ভাষায় তাকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' তথা অন্ধকারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মূলত শিক্ষা ও জ্ঞানের অনুপস্থিতি ও অভাবের কারণেই তদানীন্তন আরব সমাজ মানবেতিহাসের ভয়াবহ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নতায় নিমজ্জমান ছিল। অজ্ঞানতা আর মূর্খতার কারণেই তারা সবধরনের বর্বরতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তারা নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদকে দীর্ঘস্থায়ী ও সর্ববিধ্বংসী যুদ্ধে রূপ দিত। জ্ঞানের আলোকমালার অভাবে তাদের পুরো পরিবেশ, সমাজ ও জীবনপ্রণালি এক অমানিশার ঘোর আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে সর্বনাশের কিনারে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট ও অজানা গহ্বরপানে দ্রুত ধাবমান এক অমানবিক সমাজ ও সময়ের কৃষ্ণ-আঁধারকে ঐশী জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করা হয়। জ্ঞানের আলোকেই বিশ্বের সবচেয়ে জঘন্য যুগকে মানবেতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট যুগে পরিণত করা হয়েছিল। বিশ্বসভ্যতায় নির্ভুল ও পরিপূর্ণ জ্ঞান হলো অহির জ্ঞান। পবিত্র কোরআন হলো অহির জ্ঞানের ভাণ্ডার। পরম স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এবং এই মহাগ্রন্থ থেকে নির্গত অহিভিত্তিক জ্ঞানই হলো সমাজ-সভ্যতার গাত্রে থাকা সব অমাবস্যার অপনোদনে পূর্ণিমা-সদৃশ। নিঃসংকোচে বলা হচ্ছে– 'যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি' অর্থাৎ এটি সেই কিতাব, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। তাই এটি 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন' অর্থাৎ খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ। বিষয়টি এমন নয় যে, এই মহাগ্রন্থে ইতিহাস আছে দর্শন নেই, দর্শন আছে বিজ্ঞান নেই; বরং 'তিবয়ানাল লিকুল্লি শাইয়িন' অর্থাৎ সমগ্র মানবতার জন্য অপরিহার্য সবকিছুর বর্ণনা এতে বিদ্যমান রয়েছে। এতে কোনো অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই বরং একে বলা হয়েছে 'কিতাবুম মুবিন' অর্থাৎ এটি এক সুস্পষ্ট কিতাব। আর এই কিতাব যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি হলেন 'নূর' বা আলো। 'কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূর' অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে এসেছে নূর। আর এই নূর বা আলোকের ভাস্বর হলেন স্বয়ং বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি সত্যিকার অর্থেই নূর, যেই নূরের রশ্মিতে অন্ধকার যুগের সব কুয়াশাচ্ছন্নতার অবসান ঘটিয়ে অহির জ্ঞানের আলোকযোগে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে। সেই তুলনাহীন নূরের অনেক উচ্চমর্যাদার নানাবিধ পরিচয় থাকলেও সগৌরবে তিনি ঘোষণা করেছেন– 'ইন্নামা বুইসতু মুআল্লিমান' অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে আমাকে পাঠানো হয়েছে শিক্ষক হিসেবে। তাই তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে গোটা বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক। কেননা এই শিক্ষক পরিচয়ের মাঝেই নিহিত রয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞানের মাহাত্ম্য, জ্ঞানের অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য। জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ও শিক্ষা সেই মহান শিক্ষা ও জ্ঞানকে কখনোই অতিক্রম করতে বা সমপর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম নয়। সে জন্য 'উম্মি নবী' হয়েও তিনি 'উস্তাজুল আসাতিজা' তথা সমগ্র শিক্ষকের শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃত। তাই জর্জ বার্নাডশ'র মতো আধুনিক বিশ্বের জ্ঞানী-শিক্ষিতরা সেই মহাজ্ঞানের ধারকের সর্বোন্নত আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে এই তাবত জগৎ-সংসারের সমুদয় দায়দায়িত্ব তুলে দিতে চান মানবিকতা আর অসাম্প্রদায়িকতার মহান দূত মহানবীর (সা.) হাতে। যে জ্ঞান মানুষকে বুঝতে শেখায়, সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়, উন্নত আদর্শ আর মহত্তম নীতিবোধকে জাগ্রত করে, পশুত্বকে পরাভূত করে, মানবিকতা আর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধগুলোকে ফুটিয়ে তোলে, সৃষ্টিকে চিনতে আর পরম স্রষ্টাকে মানতে সাহায্য করে, সেটিই তো প্রকৃত জ্ঞান। ইসলাম সেই জ্ঞানকেই 'আল ইলমু নূরুন' অর্থাৎ জ্ঞানই হচ্ছে আলোক বলে অভিহিত করেছে।

ইরশাদ হচ্ছে– 'ওয়ামা উতিতুম মিনাল ইলমে ইল্লা কালিলা' অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে মানবমণ্ডলীর জন্য খুব সামান্যতম জ্ঞান এসেছে। এতে বোঝা যায়, মানবের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনো ব্যক্তিই যেখানে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ধারক হয়ে মহাজ্ঞানের মহাসত্যকে অস্বীকার করা সঙ্গত নয়। কোরআনে কারিম হচ্ছে মহাজ্ঞানের সুপরিসর ক্ষেত্র, মহানবী (সা.) হচ্ছেন মহাজ্ঞানী এবং এতদুভয়ের সম্মিলনে যে জীবন-বিধান প্রদত্ত হয়েছে তাই হলো বিশ্ব-ইতিহাসের অমোঘ মহাসত্য ইসলাম। আর ইসলামের তাৎপর্যময় নির্দেশনা রয়েছে এই শিক্ষা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে। বলা হয়েছে– 'উতলুবুল ইলমা ওয়ালাও কানা বিচ্চিন' অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করো, এমনকি তার জন্য যদি সুদূর চীনেও যেতে হয় তবুও তা অর্জন করতে হবে। 'তালাবুল ইলমি ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন' অর্থাৎ প্রতিটি মুসলিমের জন্যই জ্ঞানার্জন করা অত্যাবশ্যক। আর সেই জ্ঞানার্জনের কোনো সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা নেই। কেননা 'উতলুবুল ইলমা লাহদি ইলাল মাহদি' অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করো দোলনা হতে কবর পর্যন্ত। যে শিক্ষিত সে জানে, যে জ্ঞানার্জন করে সে জ্ঞানীসত্তায় পরিণত হয়। কোরআনে কারিমের ভাষায় 'হাল য়াসতাতিউনাল্লাজিনা য়ালামুনা ওয়াল্লাজিনা লা য়ালামুন' অর্থাৎ যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনও মর্যাদার দিক থেকে সমান হতে পারে না। বরং 'য়ারফাউল্লাহু ল্লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাজিনা উতুল ইলমা দারাজাত' অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যাদেরকে জ্ঞানের নেয়ামতে ভূষিত করা হয়েছে তাদেরকে সর্বোন্নত মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে। সমাজের এই জ্ঞানী শ্রেণির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যও মহান স্রষ্টার কাছে স্বীকৃত। জ্ঞানীদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর উল্লেখযোগ্য ঘোষণা– 'ইন্নামা য়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা' অর্থাৎ আমার সমগ্র সৃষ্টির মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই আমাকে ভয় করার নীতি অবলম্বন করে চলেন। যে প্রকৃত জ্ঞানী মহান আল্লাহ তার কল্যাণকামী– 'মান য়ুরিদিল্লাহু বিহি খাইরান য়ুফাক্কিহ্হু ফিদ্দিন' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা যার কল্যাণ চান তাকে ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করেন। মুসলিম শরিফের হাদিস অনুযায়ী মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে গেলেও সেই জ্ঞানের বরকতময় ঝর্ণাধারার প্রস্রবণ অব্যাহত থাকে। তাই কোরআনে কারিমে শিক্ষা ও জ্ঞানের নেয়ামতকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে– 'আর রাহমান আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন পবিত্র কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং তাকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশের বিষয়াবলি। ফেরেশতাকুলের ওপর হজরত আদমের (আ.) যে শ্রেষ্ঠত্ব তা মূলত জ্ঞানের কারণে– 'ওয়া আল্লামা আদামাল আসমাআ কুল্লাহা' অর্থাৎ আমি আদমকে শিক্ষা দিয়েছি বস্তুজগতের সব জ্ঞান। জ্ঞানার্জনের অন্যতম অনুষঙ্গ লেখা, যা লিখতে প্রয়োজন হয় কলমের। মহান আল্লাহ কোরআনে কারিমে 'আল কালাম' নামে একটি স্বতন্ত্র সুরা নাজিলের মাধ্যমে লেখনীর মর্যাদা বুলন্দ করেছেন। লিখিত নানা বিষয়ের সমষ্টিগত মলাটবদ্ধ রূপকে বলি গ্রন্থ বা বই, অহির জ্ঞানের উৎস কোরআনে হাকিমকে তাই বলা হয়েছে 'আল কিতাব' এবং তা হচ্ছে কিতাবে মুবিন তথা সুস্পষ্ট নির্দেশনার এক নির্ভুল কিতাব। আর কিতাবলব্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজন যে শিক্ষকের, মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা.) হলেন সেই পরমাদর্শের মহান শিক্ষক। যিনি ঘোষণা করেছেন– 'উপাসনাকারীর ওপর জ্ঞানীর মর্যাদা হচ্ছে তোমাদের মধ্যকার নিম্নতমের ওপর যেমন আমার মর্যাদা।'

যে জ্ঞান মানুষকে বুঝতে শেখায়, সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটায়, উন্নত আদর্শ আর মহত্তম নীতিবোধকে জাগ্রত করে, পশুত্বকে পরাভূত করে, মানবিকতা আর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধগুলোকে ফুটিয়ে তোলে, সৃষ্টিকে চিনতে আর পরম স্রষ্টাকে মানতে সাহায্য করে, সেটিই তো প্রকৃত জ্ঞান। ইসলাম সেই জ্ঞানকেই 'আল ইলমু নূরুন' অর্থাৎ জ্ঞানই হচ্ছে আলোক বলে অভিহিত করেছে

● লেখক ও গবেষক; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়